# 336

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

336
MĀITI (Pratāpacandra)
Dvitīya svarāja-saṅgīta.
Calcutta: A.C.M., [1931?].
13 p. 18 cm.
Comprises part 2 of a collection of nationalistic poems, written between 1917 and 1921.
PP Ben B 65

Proscribed Bengali Yearly List
1931
PP BEN B65

দ্বিতীয়

বন্দেমাতরম্ সংসদ

# স্বরাজ-সঙ্গীত

INTELLIGENCE BRANCH
3. NOV. 1931

INDIA OFFICE
12 SEP 1932
LIBRARY

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL AR

[ প্রথম সংস্করণ ]

প্রকাশক—এ, সি, এম্।
এম্ ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৭ নং ভবানী দত্তের লেন, কলিকাতা।

মূল্য—১/০ আনা মাত্র

# প্রভাত-সঙ্গীত



কেন হব এত নীচ কেন হব এত দীন।
পরমেশ পিতা যদি কেন হব পরাধীন ॥
সর্ব্বদর্শী-সর্ব্বজ্ঞানী সমকালে যাঁর পিতা,
সকলের অধিকার সমভাবে স্বাধীনতা,
কেন তবে একজন করিবে স্বেচ্ছা-শাসন—
মাথা পেতে হ'বে নিতে বলিবে যা' যাত্রজন ॥

—কেন হব পরাধীন !

এক তন্ত্র দিলে কল শাসক শাসিত দুষ্ট,
এক নদী দিলে জল সবল দুর্ব্বল তুষ্ট,
এক নীলাকাশ তলে বড় ছোট সবে মিলে—
ঘেণা করা বিনা কিছু নাহি আর কর্ম্মাধীন ॥

—কেন হব পরাধীন !

কেন তবে ক্ষুদ্র মুখে পিতার মন্দির দ্বারে,
তাঁহার শান্তির নিন্দা তালাইহ উচ্চৈঃস্বরে,
এক ঘরে জন্মিয়াছি এক কোলে বাড়িয়াছি—
সমক্ষেত্রে সবে-সুখ হব শেষের সেদিন ॥

—কেন হব পরাধীন !

( ২৩শে মাঘ ১৩২৪ )

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ঐতিহাসিক

আজি কেন হেরি মা তোর মলিন বয়ান।
কি শোকে মা ভাসে তব প্রফুল্ল নয়ান॥

কে দিয়াছে প্রাণে দাগা, কে ভেঙ্গেছে স্বপ্ন সুখের,
কে নিয়াছে কাড়িয়া মা, হাতের নোয়া সিন্দুর সিঁথের,
অশনহীনা-বসনহীনা-শান্তিহীনা-সুপ্তিহীনা,
মাটীর মতন আছ সয়ে জড়েরি সমান।

ত্রিশ কোটী ছেলে মা তোর, বড় তারা তা তোরই স্তনে,
আজ উলঙ্গিনী অনাথিনী হেরে তারা আছে কেমনে,
আবার কেন জাগে না তারা, মুছে না মার অশ্রুধারা,
যুঝে না কেন বজ্র সনে, দেতে দিয়ে হৃদয় খান॥

(২৩শে আষাঢ় ১৩২৮)

---

(২২)

এস চলে যাও দেশের কাজে
আর থেক না নীরবে।
চাস দিতে বেত কারার ভীতি
তুমি কোথায় লুকাবে॥
সইতে হবে অশেষ জ্বালা
বেতের ঘা ত কিছুই না।
কারার শাসন প্রেমের দাসন
এ না মানলে চলবে না॥

শুদ আসলে উঠবে যে দিন
প্রাণের ক্ষত মিটবে সে দিন
অধীর হয়ে গৃহের কোণে
লুকালে সব হারা'বে ॥

( ২৮শে আষাঢ়, ১৩২৮ )

---

( ২৩ )

মরণে ভয় কি রে তোর বঙ্গবাসী।
বুকের মাঝে ব্যথা চেপে কাজ কিরে তোর মুখে হাসি ॥
ফল কিরে তোর শুষ্ক হাসি ?

জীবন্মৃত হ'য়ে আছ সয়ে কত দুঃখ রাশি।
শেষের মরণ বরণ করে দেখিলে যারে প্রাণের হাসি ॥
ফল কিরে তোর শুষ্ক হাসি?

মরতে যদি ভয় না করিস্ মরবি মেরে শত্রুরাশি।
মরণ দেখে শরণ লবে শত্রু ভয়ে কেলে অসি।
ফল কিরে তোর শুষ্ক হাসি ?

আয় ছুটে আয় দৃপ্ত তেজে ভারতবাসীর পূর্ব্ব সাজে।
মৃত্যু রণে তোরণ শোভন (ল'য়ে) ফুলের মালা দাঁড়ায় আসি ॥
ফল কিরে তোর শুষ্ক হাসি ?

করিস্‌নে আর মিছে ছলা দুর্ব্বলতায় দেনা ফাঁসি।
মায়ের ছেলে মায়ের কোলে যাবে মিছে ভাবনা রাশি ॥
ফল কিরে তোর শুষ্ক হাসি ?

( ২রা অগ্রহায়ণ ১৩২৮ )

---

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

( ২৪ )

পাপের ঘড়া ভরবে যত বাড়বে বুকের পরিসর।
ফেলে যাওয়া গুলি খাওয়া ঘটবে এমন নিরন্তর ॥

পিছিয়ে গেলে চলবে মাত
এগিয়ে গেলে ভালই তত

তারের ঢাক বাজছে সদা গুর গুর গুর শুন স্বর ॥

স্বরাজ পাওয়া নয়ত সোজা
সইতে হবে মরণ সাজা
প্রাণের উপর প্রাণের গাঁথন দিয়ে তুলতে হবে ঘর ॥

জীবন যত করবে আলা
বধ্যভূমি ততই ভালো
মাটি ফেটে উঠবে তাদের আত্মা মহাশক্তিধর ॥

তাদের মুখে পড়বে ঘাড়া
ধূলির সাথে লুটবে তারা
কাঁপবে ভেঙে বসুন্ধরা পড়বে খসে পাপের ঘর ॥

পাপের সীমা ছাড়িয়ে গেছে
তাই অশান্তি দুঃখ জেগেছে
তাইত জগৎ টল টলেছে সইতে নারাজ একটু ভর ॥

ধর্ম্মে আঘাত সত্তো গোপন
নরনারী-বালক পীড়ন
(তাই) ভূ-ভার হরণ করতে স্বয়ং অবতার আজ ঈশ্বর ॥

( আ অগ্রহায়ণ ১৩২৮ )



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

( ২৫ )

আর কেন ভাই থাকিস ঘুরে ডাক পড়েছে যে।
ত্বরিতে আয়রে ছুটে মরা গাঙে বান এসেছে ॥
উঠল ছেপে দুকূল বে ওই
ভাবতে আর ত সময় নেই
দাঁড় ধরে যা' নায়ে বসে মাঝি ঐ হাল ধরেছে।
ত্বরিতে আয়রে ছুটে মরা গাঙে বান এসেছে ॥
ওই ধরেছে কাঁপন মেঘে
স্তব্ধ জগৎ উঠেছে জেগে
থির হয়ে আর থাকলে তোদের চলবেনাত রে।
আত্ম-শক্তি বাড়া এবার স্রোতের সনে যুঝে যুঝে ॥

( ১৩ই শ্রাবণ ১৩২৭, মন্দাকিনী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত )

---

( ২৬ )

আজি এই সেই মহাদেশ।
জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম-মুক্তি, ভালে যার সুখ-শান্তি
ছিল হায়রে আজি কেন তারি হেন বেশ ॥
অন্নাভাবে জীর্ণ দেহ শূন্য কোষা ভরা গেহ
বস্ত্রাভাবে আধ-উলঙ্গ তোমার সোণার দেশ।
হতাশার শুষ্ক আঁখি চেয়ে আছে অনিমেষ ॥
যাহারে লইয়া করিতে গর্ব্ব, ভার আজি যারেক কেন সে খর্ব্ব,
নিজের দুয়ারে দাঁড়ায়ে কেন হে শিষ্ট পেতে পর পর-আদেশ।
ভুগিছ যাতনা কতই রকমে যাদুর তোদের নাইক শেষ ॥

( ১লা ফাল্গুন, ১৩২৭ )

---



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

( ২৭ )

দেখ মা চেয়ে বদমায়ী পতি-পুত্র ভিখারী তোর।
আর কেন মা অবশ ঘুমে ফেল মা ভেঙ্গে ঘুমের ঘোর ॥
তারা নিজের ঘরে পরবাসী,
খর না দিলে উপবাসী,
বাঁচল মরণ পরের হাতে, নিজের বলতে নিজেই চোর।
ভারতলক্ষ্মী লক্ষ্মী-অংশা,
স্বর্গের দেবী পুণ্য-যশা,
মুখের কথায় জ্বলতো আগুন, কাঁপত ধরা এমন জোর ॥
শিরায় তাদের সে রক্তকণা,
বহে তোমাদের ধমনী যে মা,
কোথা সে শক্তি কলুষ-নাশিনী দানব-দলনী আয়ুধ তোর ॥
তোমরা জাগিয়া না দিলে হানা,
ভারত মুক্ত পাবে না পাবে না,
গোরার গর্ব্ব হবে না খর্ব্ব, এ কাল রজনী হবে না ভোর ॥

( ১৩ই ভাদ্র, ১৩৩২ )

---

( ২৮ )

রোধিবে কে রোধিবে কে এ মহা তরঙ্গ !
ছুটেছে আকুল প্রাণে করিয়ে ভঙ্গ ॥
দেশ দেশ ভুবাইলে
হাসিমুখে চলে যেয়ে
পাহাড় পর্ব্বত গলে' মাগে তারি সঙ্গ ॥

উছলিত বারিরাশি
নব নব ভাবে সাজি
জয় করে চিতরাজি কারা ভয় ভঞ্জ ॥

( ২রা কার্ত্তিক ১৩২৮ )

---

( ২৯ )

সময়ের স্রোতে এসেছ ভাসিয়া
সময়ের স্রোতে চলিয়া যাও।
তুমি যে মানব এসেছিলে ভবে
আদর্শ তাহার রাখিয়া যাও ॥

কি পুণ্য প্রভাতে নিয়েছ জনম
ভরিত তোমারে করেছে ধারণ,
অমরার স্মৃতি রেখেছে কেমন
নয়নে তোমার দেখিয়া যাও ॥

ফুলটীর মত শুধু ফোটা নয়
দিন শেষে শুধু ঝ'রে যাওয়া নয়,
জীবনের মাঝে যতটুকু পার
তাই করে তুমি অমর হও ॥

( ২৩শে কার্ত্তিক ১৩২৮ )

---



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

( ৩৮ )

আঁধার আরত মোর পুনঃ হবে আলোকিত।
হইবে আরত ভালে সুখ-রবি সমুদিত॥
হাসিবে প্রকৃতি পুনঃ বিহগ গাহিবে গান
বহিবে তটিনী তুলি নব কল কল তান,
পুলকে মাতিবে ধরা
মুক্ত বাঁধন হারা
সাম গানে হবে পুনঃ জল-স্থল মুখরিত॥
অবাধ সাম্যের গতি ভ্রমিবে ভুবনময়,
মানব জীবন হবে বিরাট বিচিত্রময়,
দৈন্য-দুঃখ যাবে টুটে
সুখ-শান্তি রবে ফুটে
স্বাধীনতা যত পথে বিজয় করিবে চিত॥

( ৩ই পৌষ ১৩২৮ )

---

( ৩৯ )

বড় ঘুম লেগেছে ঘর পাকড়ে!
মজা করিছে যত ভূত ভাগাড়ে॥
(যেমন) শুধা দেখে মাঠের মাঝে নাচে তারা চৌদিকে বেড়ে॥
যে নিয়েছে মাথায় তুলে গান্ধী টুপি খাদি কাপড়ে,
ছোট বড় যে যেমন হোক কয় না কথা কারেও ছেড়ে॥
খেতে না পাই তবলায় চাটি—দেখতে চায় খেড়ের খেড়ে,
নিজের মাটী দেখতে গেলে জলে' মরে হাড়ে হাড়ে॥



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আমার মাটী ভারতভূমি, এ দেশ আমার দেশের আমি,
ওর চোক রাঙ্গানি ভয় করিনি, দিক না জেলের ঘানিতে জুড়ে ॥
পেতাম না ত খেতে ঘরে দিন দুবেলা পেটটা পুরে,
জেলে গেলে খেতে পাব চা-চাপাটি-ভাতে-গুড়ে ॥

( ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮ )

---

( ৩২ )

কে আসে কে চলে যায় গো—কয়না কথা আমার সাথে ॥
মলিন বসন পরা ঘুরে বেড়ায় পথে পথে ॥
চখে ঝরে জলরাশি, মুখে তবু নাহি হাসি,
কে তুমি মা কাঙ্গালিনী আস এলে কোথা হতে ॥
নিত্য তোমায় দেখি হেথা, নিত্য দেখি চেয়ে থাকা,
আমার দিকে সজল চখে নিমেষ হারা মানস পথে ॥
চিনেছি তোমায় তুমি যে, জননী জনক-জননীর,
মুছাব মা অশ্রু তোমার ফিরেছি আজ তোমার ডাকে ।
পরের কথা শুনব না আর তোমার চরণ রাখ্‌ব মাথে ॥

( ২৫শে আশ্বিন ১৩২৮ )

---

( ৩৩ )

নয় ত স্বরাজ বৃন্ত ঝরা ভোরের বাসি ফুল ।
গাছতলাতে গেলেই পাবে তাব যদি বিষম ভুল ॥
আছে ঘিরে শ্বেত গোঁফুরে
শাখায় শাখায় পাতায় পাতায়
তুলতে গেলে কোটা ফুলে ভাঙ্গবে তারা যমের ভুল ॥



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বিষধরের দাঁতে কাটা
যে ফুল সেত বিষে ভরা,
সত্য স্বরাজ নয় সে কভু নূতন কিছুর লাল মুকুল ॥
হাত তাতে দিয়ো নাক
দেহ হবে জর জর
সব হারাবে অসময়ে এ ভরা গাঙ্গে দুই কূল ॥
তা' হলে কি স্বরাজ পাওয়া
ঘুমের গান স্বপ্নে গাওয়া
কেবল তাতে মুগ্ধ হওয়া মেতে উঠা আবেশ বিপুল ॥
স্বরাজ আছে শাখায় ফুটে
লও তত্ত্বে মন্ত্রে লুটে
হাত দিও না চেড়ীর গায়ে বিষে ভরা গুগুল গুল ॥

( ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ )

( ৩৪ )

হৃদি কেন ভাসে আজি অনাবিল প্রেম-স্রোতে।
হাহাকার গেছে ডুবে কোন্ মহা বারিধিতে ॥
ভেসে গেছে মহা মেলা, ঘুচে গেছে দুঃখ জ্বালা,
অশ্রু গেছে হারাইয়া চিরতরে মহাপথে ॥
অধীনতা নাগ পাশে বাঁধা প্রাণ চিরদিন,
মুক্তি করে হ'ত তার, ছিল কাল সীমাহীন ॥
কারা আজি দিল তারে, মুক্ত করে চিরতরে,
ক্ষুদ্র তাই লুটে পড়ে মহতেরি চরণেতে ॥

( ৭ই পৌষ, ১৩২৮ )



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

( ৩৫ )

আয় আয় আয় !

জননীর ডাক শোন ওই ডেকে যায় ॥

সাড়া তোর নাহি পেয়ে জননী আকুলা হয়ে

কেঁদে কেঁদে ওই দ্যাখ মাটীতে লুটায় ।

দিতে হ'বে নিজ প্রাণ হাসিয়া করিতে দান

স্বদেশের স্বজাতির শুভ কামনায় ॥

যদি চাও সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হতে ভবে

বলিতে স্বাধীন জাতি নিজেরে ধন্যায় ।

কে চাও ভারতবর্ষে বাঁচিয়া থাকিতে হর্ষে

বিঘোষিতে নব বার্ত্তা বিশ্ব সভায় ॥

করিয়া জীবন ধন্য লভিয়া পরম পুণ্য

সত্যের সুতন্ত্র ধ্বজা উড়াতে ধরায় ।

হের দেশে বিভীষিকা জ্বালাময়ী রক্ত শিখা

নরনারী প্রপীড়িত কত অসহায় ॥

জাতি-ধর্ম্মে অবসান কেন বেঁচে আছে প্রাণ

আগুন ছোটে না কেন শিরায় শিরায় ।

সত্যের নাম ধরি মানব জাতির অরি

যে ভীষণ বর্ব্বরতা গ্রাসিছে ধরায় ॥

যদি এ শাসন যন্ত্রে সংশোধিতে ত্যাগ মন্ত্রে

পর ভবে যুবে ভবে শান্তির ছায়ায় ।

লজ্জা অবনত মাথা লাঞ্ছিত ভারত মাতা

অন্নহীন বস্ত্রহীন মোরা সবে হায় ॥



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

অধীনতা নিষ্পেষণে প্রাণ যায় দিনে দিনে
এখনো বাঁচিবি যদি সবে ফিরে আয়।
পেতে হলে স্বাধীনতা তোল সম্মিক্ষণে মাথা
পরিপূর্ণ কর প্রাণ প্রেমের ধারায়॥

উন্মুক্ত আকাশ তলে এস ভাই সবে মিলে
হারান পরশমণি লভি পুনরায়।
অতীত গৌরব স্মৃতি ভারতের জয়-গীতি
হবে গীত উচ্চস্বরে বিশ্ব-বীণায়॥

যদি চাও মুক্ত জ্ঞান জাগাইতে সুপ্ত প্রাণ
উজ্জ্বল আদর্শ-টুকু স্থাপিতে ধরায়।
স্থাপিতে প্রেমের রাজ্য ত্যজিতে বিলাস বাহু
পাশ্চাত্য সভ্যতাটুকু চলে ফেল পায়॥

চাও ফিরে পুরাতনে তোল মাথে সযতনে
পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ড দীপ্ত গরিমায়॥

(১৭ই আষাঢ় ১৩২৮)

---

(৩৬)

ভাষের হাত মুচ্ড়িয়া পড়ে দেবতার হাত হ'তে।

যখনি ধর্ম-সমাজতন্ত্রে গ্লানি কলুষ ভারতে॥
যখনি কোটি করুণ কণ্ঠে উঠে ত্রাহি ত্রাহি রব।
ধূলায় ধূসর পাপের প্রাসাদ রঞ্জিত তাতে বৈভব॥
তখনি প্রয়াস জীবন-সঙ্গীত অনন্ত বিমান-পথে।
তখনি কলুষ-নাশিনী শক্তি এসেছে মুক্তি দিতে॥



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আবার আসিবে সঙ্কট কালে পাপের দণ্ড তরে।
অষ্ট বসু হবে সম্মিলিত আবার এ সংসারে॥
তখনি অধর্ম্ম তখনি অন্যায় কালের অতিসম্পাতে।
চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মিশিবে জগৎ অণুরেণুতে।

( ৫ই পৌষ ১৩২৮ )

---

( ৩৭ )

ভারত ভারত ভারত আমার সাধের সোণার দেশ।
গুণের সীমা নাইক রে তার যশের নাইক শেষ॥

সাধের সোণার দেশ—

ত্যাগের সে যে মন্ত্রগুরু জ্ঞানের তুলায় কল্পতরু
প্রেম দিয়ে সে স্বর্গ রচে প্রাণ করে উন্মেষ॥

সাধের সোণার দেশ—

উদারতার বিশাল বুকে কোথায় খুঁজে পাবে তুমি
সত্যের তরে ভয় রাখেনা অনলে প্রবেশ॥

সাধের সোণার দেশ—

তত্ত্ব কথা মহাতত্ত্ব জীবন করে প্রিয় যত্ন
চিত্তজয়ের আদর্শ সে ভাবিয়া ভবেশ॥

সাধের সোণার দেশ—

( ১৩ই পৌষ, ১৩২৮ )

---

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

# দ্রষ্টব্য।

## গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

## চশমা! চশমা!! চশমা!!!

স্বদেশী যুগের নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যোগ, নবীন প্রেরণা। পাঠে অপার আনন্দ, অদ্ভুত তৃপ্তি। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। বর্ত্তমান সমাজের নিখুঁত চিত্র লেখক এমন সহজ ও সুস্পষ্ট ভাবে আঁকিয়াছেন যে তাহা নিতান্তই উপাদেয় ও উপভোগের বস্তু হইয়াছে। একবার পড়িয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। ইহা ছাড়া সরল রামায়ণী ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর জীবনীও প্রদত্ত হইয়াছে। ১ম, ২য় ও তৃতীয় স্কন্দ বাহির হইয়াছে। প্রত্যেকের মূল্য ৵৫ পাঁচ আনা মাত্র। অদ্যই পত্র লিখুন। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

**গান্ধী-সমাচার** (যন্ত্রস্থ) মূল্য ৵০ আনা

**স্বরাজ-সঙ্গীত** মূল্য ৵০ আনা

সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক

প্রাপ্তিস্থান—

এম্ ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৭ নং ভবানী দত্তের লেন, কলিকাতা।

বি, পি, এমস্ প্রেস, কলিকাতা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA